কালো থেকে আলোর জীবনঃ পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লা খনি নির্ভর মানুষের কথা।

সাবির আহামেদ

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বজোড়া আলোচনা শুরু হয়েছে, এর ভহাবহ পরিণতির আঁচ আমরাও পেতে শুরু করেছি।পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে[[1]](#footnote-1)। এবং বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন,জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে সব স্তরে আশু পদক্ষেপ না নিলে বিশ্বকে আরও বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।রাজ্যে, দেশে ও বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সংকট দেখা যায় তার মধ্যে রাজ্যে জীবন ও সম্পত্তিনাশকারী ঘূর্ণি ঝড় যেমন আয়লা ও যশ ঘটে গেছে, সেই রকম ভাবে সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তান ও চীনে বন্যায় বহু মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল বা ক্যালিফোর্নিয়ায় খরা জলবায়ু সংকট কে আর ঘনীভূত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান কারণ কয়লার অত্যাধিক নির্ভরতা ও ব্যবহার।সমাধান হিসাবে, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের থেকে অনেক নিচে রাখতে শক্তির উৎস হিসেবে কয়লার ব্যবহার ২০৪০ সালের মধ্যে বন্ধ করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানী বিশেষ করে কয়লার ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে।

এই সতর্কবাণী সত্ত্বেওপৃথিবীর বেশ কিছু বৃহৎ দেশ দেশ যেমন চীন ও ভারতে জীবাশ্ম জ্বালানী উপর নির্ভরতা অনেকে খানি। অন্য দিকে পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায়,ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৫ শতাংশেরও বেশি কয়লা থেকে আসে। ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রকের ওয়েবসাইট[[2]](#footnote-2) অনুসারে “কয়লা ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রচুর জীবাশ্ম জ্বালানী। কয়লা দেশের জ্বালানি চাহিদার ৫৫ শতাংশের বেশি যোগান দেয় । দেশের শিল্প বিস্তারে কয়লার অবদান প্রভূত”। বেসরকারি রিপোর্ট অবশ্য কয়লা নির্ভরতা আরও বেশি বলে দাবি করে।[[3]](#footnote-3)

ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি কয়লা মজুত রয়েছে। এতো সস্তা ও নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে কয়লার প্রভূত ব্যবহার ভারতে হয়ে থাকে, এবং মনে করা হয় এটা যে কোনও দেশের আর্থিক বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। এ ব্যাপারে বর্তমান কেন্দ্র সরকার নীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় দেশ এই মুহুর্তে কয়লা নির্ভরতা কমাতে চাইছে না।

বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তন -জাত বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে, ধীরে হলেও ভারত কে জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর ক্রমশ নির্ভরতা কমাতে হবে। ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সময়ে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ কমাতে উদ্যোগী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারত-সহ বহু দেশই,যদিও ভারত এ ক্ষেত্রে ধীরে চল নীতি অবলম্বন করেছে। যেমন গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলনে ভবিষ্যতে কয়লার ব্যবহার থেকে সরে আসার অঙ্গীকার পত্রে অস্ট্রেলিয়া, চিন এবং আমেরিকা পাশাপাশি ভারত ও স্বাক্ষর (Glasgow Climate Pact 2021) করেনি বরং জলবায়ু সম্মেলনের বৈঠকে গ্লাসগো প্যাক্টের শব্দের পরিবর্তন দাবি করেছে ভারত। ভারতের অবস্থান ছিল 'ফেজ আউট' (Phase Out) কথাটির পরিবর্তে 'ফেজ ডাউন' (Phase Down) অনেক বেশি বাস্তব সম্মত। ভারতের মতো বিপুল কয়লা নির্ভর অর্থনীতি অর্থাৎ একেবারের কয়লার ব্যবহার বন্ধ করলে এর আর্থিক ও সামাজিক পরিণাম খারাপ হতে পারে বলে মনে করা হয়, এবং এই কারণেই 'ফেজ আউট' (Phase Out) বদলে ভারত 'ফেজ ডাউন' অর্থাৎ ব্যবহার কমানোর উপর জোর দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মত অনুসারে দেশে কয়লা-ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা এখনও বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে, যেহেতু এটি বিদ্যুত উৎপাদনের সবচেয়ে সস্তা উৎস এবং এখন ও পর্যাপ্ত যোগান আছে।

গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলনে প্রায় ৪৮ টা দেশ ভবিষ্যতে কয়লার ব্যবহার থেকে সরে আসার জন্য অঙ্গীকার নেয়, এর মধ্যে অন্যতম পোল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং চিলি। এছাড়া কয়লার ব্যবহার বন্ধ করার পাশা পাশী কয়লা খনের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের সামাজিক ও আর্থিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। যদিও ভারতে প্রায় 50 লক্ষ লোক কয়লা শিল্প থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত[[4]](#footnote-4)। তাই কয়লার উপর নির্ভরতা শেষ করার জন্য যে কোনও অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ তাদের জীবিকাকেও বিপুল সঙ্কটের মুখে ফেলবে।

অথচ ভারতে জন পরিসর, সংবাদমাধ্যম, এমনকি একাডেমিক পরিসরে এ বিষয় নিয়ে কাজকর্ম প্রয়োজনের তুলনায় কম। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আলোচনা একে বারেই কম। এই গবেষণার সূত্রে যখন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর বা বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লা খনি অঞ্চলের মানুষদের বা স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলাচনা করে খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে খবু বেশি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়নি।

এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ‘Just Transition’ নিয়ে রাজ্যে নীতি নির্ধারকরদের,কয়লা খনির সঙ্গে জড়িত মানুষ ও সংবাদ মাধ্যমে একটা প্রাথমিক ধরনা ও আলোচনার পরিসর সৃষ্টি করা।এই রাজ্যে কয়লা খনির ইতিহাস দুশো বছরের উপর হলেও, বেশির ভাগ সময় মূল আলোচনা বেআইনি কয়লা খাদান, কয়লা খাদানের বেআইনি শ্রমিক, বা কয়লা খননের ফলে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে। কয়লা খনি কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক এলাকা দখলের লড়ায় জমে উঠে বলে জানিয়েছেন বীরভূমের খয়রাশোল ও গঙ্গারামচকের কিছু বাসিন্দা।

পরিবেশ গত কারণেই ও পৃথিবী কে বাসযোগ্য গড়ে তোলার জন্য দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দূরে সরে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে । এর ফলে ধীরে হলেও ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়লা কয়লা খনির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মানুষদের উপর এর প্রভাব পড়বে। পরিবেশ ও মানুষের উপর এর অশুভ পরিনিতির মোকাবিলায় সরকার ও কমিউনিটির বহু ধারায় বিভিক্ত উদ্যোগ কে সংক্ষেপে 'জাস্ট ট্রানজিশন' বলা হয়। এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা 'জাস্ট ট্রানজিশন' কিছু পোষাকি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার( ILO) সংজ্ঞা[[5]](#footnote-5) অনুসারে 'জাস্ট ট্রানজিশন' অর্থ হল অর্থনীতিকে এমনভাবে সচল রাখা যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য যথাসম্ভব ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, মাথা উঁচু করে কাজের সুযোগ তৈরি পায় এবং কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে”।

পশ্চিমবঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা ভীষণ ভাবে জরুরী কারণ এই রাজ্যের সঙ্গে কয়লা তোলার সম্পর্ক প্রায় দুশো বছর এবং বংশ পরম্পরায় লক্ষ লক্ষ কয়লা শ্রমিক জড়িত আছে।

এই বিষয় টা খতিয়ে দেখতে গিয়ে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় তথ্যের অপ্রতুলতা ।রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর ও West Bengal Power Development Corporation-এর আধিকারিক দের সঙ্গে কয়েক দফায় মুখোমুখি আলোচনা ও লিখিত আবেদনের স্বত্বেও বিশেষ কিছু তথ্য যোগাড় করা সম্ভব পর হয় নি। এছাড়া স্বল্প পরিসরে এই গবেষণায় রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লা খনির সঙ্গে জড়িত মানুষের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ও পরিবেশ গত বিষয় নিয়ে রাজ্যে সরকারের চিন্তা ভাবনা বোঝার চেষ্টা করা হয়। সংবাদ মাধ্যমে ‘Just Transition’ নিয়ে কি ধরনের লেখাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে ।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে কয়ালা উৎপাদনের একটা বিপুল চাহিদা বাড়তে থাকে। এক দিকে নতুন কারখানায় কয়লার প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে, অন্য দিকে বাষ্প ইঞ্জিনের সূচনার ফলে কয়লার অভূতপূর্ব ব্যাবহার ও চাহিদা বাড়তে থাকে। এর পর থেকে প্রতি দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 0.07 °সেলসিয়াস (0.13 °ফা) বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর (প্রধানত কয়লা) আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা পরিবেশ গত ভাবে ভীষণ ক্ষতি করেছে, অন্য দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কট কে দ্রুত ত্বরান্বিত করছে।

বিশ্বব্যাপী কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ আট বিলিয়ন টনের বেশি এবং এটি বিশ্বের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ৪০% পূরণ করে (আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা) । একাধিক গবেষণায় দেখা দিচ্ছে কয়লা ব্যবহারের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ৭২ % বৃদ্ধি পায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের কয়লা নির্ভরতা ব্যাপক। পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে প্রকৃত অবস্থা কীরকম। ভারত জীবাশ্ব -জ্বালানী নির্ভরতা বিশ্বের প্রথম সারিতে এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা ভোক্তা হয়ে উঠেছে (IEA, 2021) ।

ভারত ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ৭১৬ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করেছে এবং ২১৫ মিলিয়ন টন আমদানি করেছে।

ভারতের কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ শিল্প বিশ্বের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় ২.৪ %, ভারতের GHG নির্গমনের এক-তৃতীয়াংশ এবং দেশের জ্বালানি-সম্পর্কিত নির্গমনের প্রায় ৫০ % (সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট [CSE], 2022)। অন্যদিকে, ভারতের কয়লা তোলার কাজের সঙ্গে ৫০ লক্ষের ও বেশি মানুষ জীবন ও জীবীকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। রেলের চাকা ও বিদ্যুতের সরবরাহ ঠিক রাখতে কয়লার উপযুক্ত বিকল্প এখনো খুঁজে পায়নি ভারত। এই রকম জটিল পরিস্থিতির মধ্যে জীবাশ্ম -জ্বালানী কিভাবে কমানো যাবে তা নিয়ে যথেষ্ট আলাপ -আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ভারতের বড় কয়লাখনিগুলোর বেশির ভাগই দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গ বেশ কয়েকটা জেলায় বিশেষ করে বীরভূম, বর্তমান অবিভিক্ত বর্ধমান ও পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় কয়লাখনিগুলোর অবস্থান । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের কয়লা খনি বা বন্ধ্ হয়ে যাওয়া খনি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া বেশ দুষ্কর। সরকারি ভাবে এই ধরনের কোন সেন্সাস হয় না । রাজ্যে কয়লা খনির সূচনা হয় প্রায় দুশো বছর আগে। ১৭৭৪ সালে রানিগঞ্জে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম খনন কার্য শুরু করে[[6]](#footnote-6)

পশ্চিমবঙ্গে, কয়লাক্ষেত্র এলাকাটি মূলত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাগুলি যথাক্রমে উত্তর, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দখল করেছে। ঝাড়খণ্ডে, ধানবাদ এবং সাঁওতাল পরগনা জেলাগুলি কয়লাক্ষেত্রের পশ্চিম অংশ দখল করেছে।

১৮৪৩ সালে, প্রথম যৌথ স্টক কোল কোম্পানি অর্থাৎ M/s. বেঙ্গল কোল কোম্পানি গঠিত হয়। তারপর থেকে, রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র মালিকরা ভূগর্ভস্থ কয়লা খননে যুক্ত ছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ এ কয়লা খনি জাতীয়করণ করা হয় এবং কোল মাইন অথরিটি লিমিটেডের পূর্ব বিভাগের অধীনে আনা হয়।

১৯৭৫ সালে, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (C.I.L.) এর একটি সহায়ক সংস্থা গঠিত হয়েছিল। রানিগঞ্জে কয়লা খনি এলাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলা জুড়ে রানিগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র গঠিত হয়। এবং এর আর আয়তন ১৭১.২৪ বর্গ মাইল।

এক সংবাদ পত্র সূত্রে জানা যায় এই খনিতে শ্রমিক সংখ্যা ও কিভাবে শ্রমিক সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এই প্রতিবেদন থেকে যানা যাচ্ছে রাজ্যে কয়লা উৎপাদন বাড়লেও শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক গুন কমে গেল। এই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে “

*“১৯৭৩ সালে কয়লা খনি জাতীয়করণের সময় ইসিএলের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৬ হাজার। ভূগর্ভস্থ খনির সংখ্যা ছিল ১৩০। খোলামুখ খনি ছিল চারটি অর্থাৎ মোট ১৩৪টি কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদিত হত ২০ মিলিয়ন টন। ১৯৭৮ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ২২ মিলিয়ন টনে। কর্মিসংখ্যা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ১ লাখ ৮৪ হাজার। সেই সংখ্যায় আকাশপাতাল বদল ঘটে গেল ২০১৫ সালে। উৎপাদন বেড়ে ৪০.০১ মিলিয়ন টন হলেও কর্মিসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭৯ হাজার। অন্য দিকে, কয়লা খনির সংখ্যাও কমে হল ১০৬। এর মধ্যে ৯৭টি ভূগর্ভস্থ এবং ৯টি খোলামুখ খনি। চলতি বছরের ৩১ মার্চ ইসিএলের উৎপাদন সর্বাধিক বেড়ে হয়েছে ৫০.১৬ মিলিয়ন টন। আর কর্মিসংখ্যা কমতে কমতে হয়েছে কমবেশি ৬০ হাজার। ভূগর্ভস্থ খনির সংখ্যা আরও কমে ৫৬, খোলামুখ খনির সংখ্যা বেড়ে ২৫। দেখা গেল, খনি জাতীয়করণের পর গত ৪৫ বছরে উৎপাদন আড়াই গুন বাড়লেও শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেল তিন গুনেরও বেশি”[[7]](#footnote-7)*

এই প্রতিবেদন থেকে আর জানা যাচ্ছে ১৯৯৮ কেন্দ্র সরকার রাজ্যে ইসিএলের ৬৪টি ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। আর্থিক ক্ষতির কারণে এক গুচ্ছ কয়লা খনি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানা যায়। যদিও তৎকালীন রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন।

 ২০১৭ সালে কেন্দ্র সরকার নতুন করে ১৬টি খনি বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাজ্য সরকারি ওয়েব সাইট অনুসারে[[8]](#footnote-8) রাজ্যে বর্তমানে ১০৭ টি চালু মাইন রয়েছে যার মধ্যে ৮৯ টি ভূগর্ভস্থ খনি এবং বাকি ১৮ টি খোলা খনি। তবে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার নানা কারণে রাজ্যে কিছু কয়লা খনি বন্ধ হয়ে গেছে.।

‘Just Transition’ ধারনাটি একবারে নতুন নয়। ১৯৭০ -এর দশকে শ্রমিক আন্দোলন থেকে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধারনার প্রচলন হয়। উত্তর আমেরিকার যখন উচ্চ-কার্বন থেকে নিম্ন-কার্বন এবং জলবায়ু-রক্ষাকারী অর্থনীতিতে পদার্পণ করার সময় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের জীবিকা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের ধরন নিয়ে আলোচনার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করে। এর পর থেকেই ‘Just Transition’ ধারনাটা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর পর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘটন সহ শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই শব্দ বন্ধের ব্যবহারের উপর জোর দেয়। এমনকি ২০১৫ সালের ‘প্যারিস চুক্তিতে’ ও ‘Just Transition’ এই ধারনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমরা আগের একটা অংশে পরিসংখ্যান থেকে জানাতে পেরেছি রাজ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু কয়ালা খনি ইতিমাধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বা পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, এই নিয়ে সরকার কি ভাবছে, তা দেখার চেষ্টা করব। কয়লা খনি বন্ধ হওয়ার পর এই এলাকাগুলো ও কয়লা খাদানের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অবস্থা কী রকম তা সরকারি ভাবে জানা বেশ কঠিন। রাজ্য পাওয়ার দপ্তর’ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রক রাজ্যের পাওয়ার দপ্তর’ (Power Dept) - এর অধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (পিডিসিএল) কে ২০১৫ সালে রাজ্যে ৬ টা বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লা খনির উপর গবেষণা করার জন্য এক নির্দেশ নামা জারি করে। বন্ধ হয়ে যাওয়া এই ছয় কয়লা খনি গুলো হল -

১। বরজোরা ( উত্তর) কোল মাইন - বাঁকুড়া

২।বরজোরা কোল মাইন - বীরভূম

৩। গঙ্গারামচক ও গঙ্গারামচক বাহদুলিয়া কোল মাইন - বীরভূম

৪। তারা ( পূর্ব) কোল মাইন - পশ্চিম বর্ধমান

৫ । কাস্তা (পূর্ব ) কোল মাইন - বীরভূম

এই ছটি পরিত্যাক্ত কয়লা খনির মধ্যে চারটিতে দরপত্র অনুসারে বিস্তারিত ভাবে গবেষণার একটা চেষ্টা চলছে। এই দরপত্র অনুসারে গবেষণার মূল উদ্দ্যেশ্য - ‘ to better understand the direct and indirect technical, enviormental, socio-economic and financial implications of retiring the Barjora and Gangaramchak –Bhadulia Coal mines as it will be key to meet the global climate change’ .

এই গবেষণার অংশ হিসাবে বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের অধীন গঙ্গারামচকে যে সব কয়লাখনিগুলো বন্ধ আছে তা নিয়ে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। খয়রাশোল ব্লকের কৈথি গ্রামের ৬০ বছর বয়সী সেখ কামরুজ্জামান জানালেন “এই অঞ্চলে কয়লা উত্তোলন শুরু হয় স্বাধীনতার অনেক আগেই। দেশে যখন কয়লা খনির জাতীয়করণ হয়, তখন এখানকার খনি গুলো কেন্দ্র সরকার অধিগ্রহণ করে । তখন অনেকের জমিও সরকার অধিগ্রহণ করে। কয়লা খনি অধিগ্রহণের পর এখানকার কিছু মানুষের কাজের সুযোগ হয়’ । এছাড়া জানা যায় যে বরকত গনি খান চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের খনি মন্ত্রী থাকাকালীন এখানে থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তবে জমি জটিলতায় ও রাজনৈতিক বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বেশি দূর এগোতে পারেনি।” কয়লার মজুদ শেষ হওয়ার জন্য ১৯৯৮ এ কয়লা খনিটি বন্ধ হয়ে যায়। কয়লা খনি বন্ধ হওয়ে গেলে কিছু মানুষ কাজা হারালেও , যেহেতু এটি একটা সরকারি মালিকাধীন বেশ কিছু শ্রমিক কে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়। এর ফলে অনেকে কাজ রক্ষার তাগিদে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। সেখ কামরুজ্জামানের কথায় ‘কয়লা খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এমন একটা পরিস্থিতি হবে তা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি, এর জন্য একটা পরিকল্পনার দরকার ছিল। কাজের জন্য স্থানান্তর অনেক সময় সুখদায়ক হয় না”। কয়লা খনিতে তে হয়ত এখনও কাজের সুযোগ আছে কারণ এই অঞ্চল গুলো অন্য কাজের সুযোগ সামান্য। কয়লা খনির কারণে চাষ যোগ্য জমিও ও জঙ্গল এলাকা অনেক সময় অধিগ্রহণ করা হয়ে। এই অধিগ্রহণনে প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করলেও কাজ হয় না। কয়েক বছর আগেও দেখা যায় গ্রামের মানুষ একশ দিনের কাজ করে খানিক আর্থিক সমস্যা মেটাতে পারত, ইদানীং রাজ্যে ও কেন্দ্রের বিবাদের জোরে সেই সুযোগ কম। এর ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া খনি এলাকা থেকে এক দল মানুষের ঝুঁকি পুর্ন স্থানান্তরের ঘটনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতিমারির সময় দেখা গেছে এই অঞ্চলে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ফিরে আসেন।

এই অঞ্চল থেকে কত শতাংশ মানুষ বাইরে থাকেন এই বিষয়ে বিশেষ কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, তবে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে অনুমান করা যায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে থেকেই ঝুঁকি পুর্ন স্থানান্তরের নজির আছে। এই ব্যপারে আরও জানাতে এই আর গঠনমূলক সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জনসংখ্যার বিন্যাস থেকেও বোঝা যায় এই এলাকাগুলো সামাজিক ও আর্থিক ভাবে সুবিধা বঞ্চিত । জনসংখ্যার সিংগ ভাগ সংখ্যালঘু মুসলামান( ২৪.৩ শতাংশ ) তপশিলি তপশিলি উপজাতি(৩৫.৫ শতাংশ) ও জনজাতি(১.০৮ শতাংশ)। শিক্ষার দিক থেকে একটা পিছিয়ে পড়া ব্লক (68.7 শতাংশ) রাজ্যের ও জেলার গড়ের থেকে কম। পড়াশোনায় আগের চেয়ে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানালেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

একদিকে আর্থিক ও সামজিক পশ্চাৎপদতার কারণে তাঁদের কণ্ঠস্বরও ক্ষীণ। ‘Just Transition’ এর দাবিতে এই কারনে মিডিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা আছে, অথচ সরকারের যেমন নিরাবতা দেখতে পাচ্ছি, সংবাদ মাধ্যমও আশ্চর্য জনক ভাবে নিরাবতা পালন করছে। কয়লা খনি কে কেন্দ্র করে বেশির ভাগ সংবাদ কয়লা পাচার, রাজনৈতিক হিংসা ও বেআইনি কয়লা পাচার ইত্যাদি, অথচ কয়লা খনি বন্ধ হওয়া যাওয়ার ফলে সেখানকার মানুষের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসনের অভাব নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে ইন্ট্রারনেট সার্চ করলে ইংরেজি মাধ্যমে সাকুল্যে তিনটি এবং বাংলা মাধ্যমে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। এই নিরবাবতা ভাঙতে নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে পরিত্যক্ত বা বন্ধ হয়ে যাওয়া খনির সঙ্গে সব ধরনের মানুষের মতামত খুব জরুরি। সংবাদ মাধ্যম কে এই ব্যপারে সচেতন করতে এগিয়ে উদ্যোগী সংস্থা কে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার এই বিষয়ে সে সমীক্ষার আয়োজন করছে তার ফলাফল প্রকাশিত হলে আশা করা যায় ‘Just Transition’ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

1. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://coal.nic.in/en/major-statistics/coal-indian-energy-choice> [↑](#footnote-ref-2)
3. “In 2020, India used 77% fossil fuels for its electricity generation, of which 72.5% came from coal, 4.2% came from natural gas and 0.3% came from oil”- <https://thewire.in/energy/chart-india-renewable-energy-generation> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://indianexpress.com/article/business/economy/indian-people-coal-g20-energy-tansition-8610605/> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_824102/lang--en/index.htm#:~:text=A%20Just%20Transition%20involves%20maximizing,fundamental%20labour%20principles%20and%20rights%20>. [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://coal.gov.in/en/about-us/history-background> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/coal-mine/articleshow/68866413.cms> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://wb.gov.in/business-mining-industry.aspx> [↑](#footnote-ref-8)